তীর্থ পরিক্রমা ২০১৭

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধাম পরিক্রমা সংখ্যা

(তারিখ: ২৭-২৯ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ)

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশক

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ,
২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

সংকলনে

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
ফিল্ড অফিসার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদনায়

শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস
সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সহযোগিতায়

- অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার
- অ্যাডভোকেট উজ্জল প্রসাদ কানু
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য
- শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ
- শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন
- শ্রী রিপন রায় লিপু
- শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত

মুদ্রণে

অমি প্রিন্টার্স
১১০ ফকিরেরপুল, আলিজা টাওয়ার (৭ম তলা), ঢাকা
মোবাইল: ০১৭২৬৯৪৬৮৮১

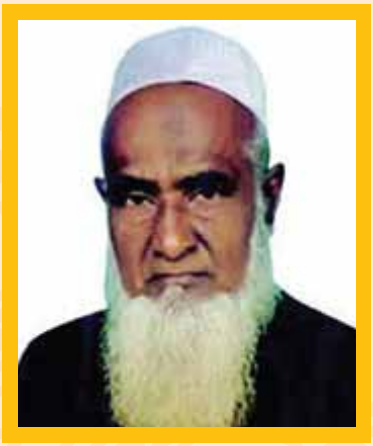

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রথমে আমি ট্রাস্টিবোর্ডকে সাধুবাদ জানাই। ট্রাস্টের এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবন্ধনের এ দেশে বৃহত্তর জনগোষ্টির পাশাপাশি অন্যরাও যে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

ভবিষ্যতে এ ধরণের তীর্থযাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের গণ্ডি ছেড়ে দেশের বাইরেও কর্মসূচি ট্রাস্ট থেকে গ্রহণ করা হবে সে প্রত্যাশা রইল।

আজ আপনারা যাঁরা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলে যেন বাঁধাবিঘ্নহীন পরিবেশে তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে মনোস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন সে কামনা করি।

শুভ হউক আজকের তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে।

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণের ইচ্ছা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনেক দিনের, হয় হয় করেও হয় নি এতদিন। গত বছর আমরা শুরু করেছিলাম শুধুমাত্র ট্রাস্টিদের নিয়ে যা হয়েছিল অনেকটাই পরিদর্শন পর্বের মত। এবার বাইরের লোক অর্থাৎ প্রকৃত তীর্থযাত্রীর সংযোগে শুরু করতে পারা সত্যিই আনন্দের।

বাংলাদেশের তীর্থস্থানগুলোকে গুরুত্ব দেবার প্রত্যাশায় ট্রাস্ট অফিস থেকে এবারের মতো বেছে নেয়া হয়েছে শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধামকে। পরবর্তীতে অন্যান্য তীর্থভূমিকেও এর আওতায় আনা হবে।

আমাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য সীমিত এই সীমিত আয়োজনের মধ্যে আজ আপনারা যাঁরা এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। আপনারা সাড়া দিলেই এ রকম আরও বহুযাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আমার প্রত্যাশা আপনারা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

এবারের তীর্থযাত্রা শুভ হউক এবং ঈশ্বর আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখি করুক সে প্রার্থনা করি তাঁর কাছে।

বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা

ভারপ্রাপ্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশে বসবাসরত চারটি ধর্মের (ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের তীর্থস্থানে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালনে বিশেষ নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকেরা যে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রমাণ এধরণের আয়োজনই বলে দেয়। হিন্দুধম্বাবলম্বীদের তীর্থযাত্রা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের সাফল্যে আরেকটি মাইলফলক সংযোজিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভবিষ্যতে এ ধরণের আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আরও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

যাঁদের প্রেরণায় এ মহতী কর্ম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলের পতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শুভ হউক এ তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে।

মোঃ আনিছুর রহমান

আহ্বায়ক
তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

দীর্ঘদিনের প্রশ্ন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কেন তীর্থ ভ্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়না। সকলের প্রত্যাশার সেই কর্মটিই এবার শুরু করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। এজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সম্মানিত ট্রাস্টিকে। এ বছরের ট্রাস্ট বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ প্রদান এবং উপ-কমিটি গঠন করার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন স্বল্প জনবলের একটি প্রতিষ্ঠানে যে কতটা কঠিন তা কাজ করতে গেলে বোঝা যায়। অক্ষমতার বেড়াজালে থেকেই এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে ট্রাস্টের সচিব ও তাঁর সহযোগীগণ যে কর্মোউদ্দিপনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। এ কর্মযজ্ঞের সাথে তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ আরও যাঁরা সংশ্লিষ্ট থেকে এগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভবিষ্যতে এ ধরণের আয়োজন দেশের গণ্ডী ছেড়ে দেশের বাইরের তীর্থ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করুক সে আশায় আগামীতে যেন এটি রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয় সে দাবি রইল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নিকট।

পরিশেষে যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ যাত্রায় তীর্থযাত্রী হলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাদের কর্মসূচি মনে করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখার অনুরোধ রইল।

ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুক।

অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার

সম্পাদকীয়

তীর্থস্থান পবিত্রস্থান। তীর্থের জল, মাটি, বাতাস সবই পবিত্র, তীর্থে গেলে মন পবিত্র হয়। মনে ধর্মভাব জাগে। সমাজ সংসারে তার প্রভাব পড়ে। সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গত ২১.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৯৪তম বোর্ড সভায় তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ও ট্রাস্টি বোর্ডের ৯৫তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তের আলোকেই আজকের এ তীর্থযাত্রা। আমরা গত ০৩.১২.২০১৭ তারিখ এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করি। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি । অনেককে নিতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাদের সক্ষমতা খুব সীমিত। তাই চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সবাইকে নিতে পরিনি। তবে ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মসূচি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আরও গ্রহণ করা হবে সে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

যে যে তীর্থস্থান/মন্দিরগুলো এবারের তীর্থযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করা গেল সেগুলি- শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির, মহেশখালী, কক্সবাজার। এছাড়াও ভ্রমণকালে আমরা ২৮ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এবং ২৯ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রী কৈবল্য ধাম, আকবরশাহ, চট্টগ্রাম, শ্রীশ্রী রামকুট মন্দির, রামু, কক্সবাজার, শ্রীশ্রী সৎসঙ্গ আশ্রম, গোলদিঘীরপাড়, কক্সবাজার পরিদর্শন করা হবে।

এ যাত্রায় মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিগণ ছাড়াও উপ-কমিটির সদস্যগণসহ আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে সহায়তা করায় আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুক।

রঞ্জিত কুমার দাস

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম

সত্যযুগে দক্ষরাজ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শিবের পত্নী সতী সেই যজ্ঞে যান। সতীকে দেখে সতীর সামনে শিবকে অবজ্ঞা করায় সতী অপমান বোধ করেন। অপমানের জ্বালায় রাগে, দুঃখ ও ক্ষোভে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেব উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শিব স্ত্রীর দেহ কাঁধে তুলে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। শিবের সেই প্রলয় নৃত্যে ভীত হয়ে পড়েন সকল দেবতা। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। এ তাণ্ডব থেকে সৃষ্টিকে রক্ষার্থে বিষ্ণু তখন সুচক্র দ্বারা সতীর দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। কথিত আছে সতীর মৃতদেহ একান্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে যা একান্ন পীঠ নামে খ্যাতি লাভ করে। এই একান্ন পীঠের মধ্যে সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পতিত হয় সতীর ডান হাত। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ তাই এ স্থানকে পীঠস্থান বলে মানেন এবং এখন এটি একটি তীর্থস্থান। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

ছবিতে ১৩০০ ফুট উঁচু চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চুড়ায় মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে।

এ তীর্থস্থানটির পাদদেশে রয়েছে বেশ কটি মন্দির। সীতা মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ, রামকুণ্ড, লক্ষণকুণ্ডসহ আরও কয়েকটি মন্দির।

শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ ধামে এসে সবার আগে দর্শনীয় যে মন্দিরটি সকলকে আকর্ষণ করে তা হল শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন। বাংলা ১৩২৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছা আর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে এ প্রতিষ্ঠান। ২৪ ঘন্টা গীতা পাঠ এ মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মন্দিরটির বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপনানন্দ গিরি।

শ্রীশ্রী কৈবল্য ধাম

আকবরশাহ, চট্টগ্রাম

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম শহরে হিন্দুদের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এটি। প্রতিদিন হাজার হাজার ধর্মানুরাগীর উপস্থিতি ঘটে এ মন্দিরে।

শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির

মহেশখালী, কক্সবাজার

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির। আদিনাথ মূলত শিবের আরেক নাম। অর্থাৎ হিন্দুর প্রধান আরাধ্য দেবতাদের অন্যতম শ্রীশ্রী শিবকে ঘিরেই এ তীর্থের উৎপত্তি ও প্রসারতা।

শিব মহাকালরূপী মহেশ্বর। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। অতি অল্পে তুষ্ট তাঁর মত দেবতা মেলা ভার। সামান্য বিল্বপত্র আর জল পেলেই তিনি তুষ্ট হন। পুরাণে উল্লেখ আছে লঙ্কাধীপতি রাবণ একবার কঠোর তপস্যা করে শিবের আশীর্বাদ লাভ করেন। রাবণ তার আন্তরিক অভিপ্রায়ের কথা শিবের চরণে নিবেদন করে জানালেন কৈলাশের শিবকে লঙ্কার স্বর্ণমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন। শিব রাবণের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হলেন না, কারণ কৈলাশ তাঁর অতীব প্রিয় জায়গা। রাবণ নাছোরবান্দা, শিবকে কৈলাশে রেখে তিনি লঙ্কায় ফিরে যাবেন না। প্রয়োজনে সহস্র বছর শিবধ্যানে অতিবাহিত করবেন। রাবণ শিবের চরণে নিবেদন করলেন দেবী মহাশক্তিকে তিনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বর্গের দেবেন্দ্র থেকে সবাইকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে এসেছেন, মহাদেব দয়া করে যদি লঙ্কায় না যান তাহলে রাবণের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। রাবণের পিড়াপিড়িতে অবশেষে এক শর্তে আশুতোষ সম্মত হলেন। ভক্তপ্রবর রাবণের ইচ্ছা শিবকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। ঘটনাক্রমে রাবণের স্কন্ধে করা শিব মহেশখালীর এ স্থানে স্থিত হয় এবং সেই থেকে এটি হিন্দুদের একটি তীর্থভূমি। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের অনেক পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

তীর্থ পরিক্রমা ২০১৭ এর ভ্রমণসূচি

তারিখ	সময়	তীর্থ ভ্রমণসূচি
২৭ ডিসেম্বর'১৭	৭.০০টায়	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস থেকে সীতাকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা।
	১২.০০টা	চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ডে উপস্থিতি।
	২.০০টায়	প্রসাদ গ্রহণ (মধ্যাহ্ন)।
	৭.০০টায়	ধর্মীয় আলোচনা, শঙ্কর মঠ ও মিশন।
	৯.০০টায়	প্রসাদ গ্রহণ (রাত্র) ও শঙ্কর মঠ ও মিশনের অতিথি শালায় রাত্রি যাপন।
২৮ ডিসেম্বর'১৭		
	৮.০০টায়	কৈবলধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও প্রসাদ গ্রহণ।
	২.০০টায়	হারবাং, চকোরিয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজ।
	৩.০০টায়	রামুর রামকুট মন্দির দর্শন।
	৫.০০টায়	হোটেল সী কুইনে সিট গ্রহণ ও বিকেলে কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থান এবং সমুদ্র সৈকত দর্শন।
	৭.০০টায়	ধর্মালোচনা ও প্রসাদ গ্রহণ (রাত্র), শ্রীশ্রী সৎসঙ্গ আশ্রম, গোলদিঘীর পাড়, কক্সবাজার।
২৯ ডিসেম্বর'১৭	৭.০০টায়	সমুদ্রস্নান (ঐচ্ছিক)।
	৯.০০টায়	সকালের জলযোগ
	১০.০০টায়	মহেষখালীর আদিনাথ তীর্থধামের উদ্দেশ্যে গমন ও পূজায় অংশগ্রহণ এবং প্রসাদ গ্রহণ (মধ্যাহ্ন)।
	২.০০টায়	কক্সবাজার প্রত্যাবর্তন ও দর্শনীয় স্থান দর্শন।
	৮.০০টায়	রাতের খাবার খেয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা।

যাঁরা তীর্থযাত্রী হলেন-

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী সুপ্রীয়া রানী**
২৮ আরসি বসাক লেন, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৪২১৬৬৮৭৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমান অংকিত প্রসাদ কানু**
২৮ আরসি বসাক লেন, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৮২৯৬৪৪৯৭

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী পূর্ণিমা রানী গুপ্তা**
তিলকপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
মোবাইল:০১৭৩৫৮৯২৭৭৮

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী পূর্ণিমা রানী** (শকুন্তলা)
বানাইল, শিবগঞ্জ, বগুড়া
মোবাইল: ০১৭৪২১৬৬৮৭৪

তীর্থযাত্রী: **মিস্ অরিত্রী ভৌমিক**
আলমনগর, কোতয়ালি, রংপুর
মোবাইল: ০১৭১৭২৯২৬৭৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী গৌরী রানী বনিক**
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭১২৬০৩০৬১

তীর্থযাত্রী: **শ্রী অম্লান কুমার কার্তিক**
দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা
মোবাইল: ০১৯১৩৪৭৫৪১৫

তীর্থযাত্রী: **শ্রী জীতেন্দ্র মোহন চন্দ**
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
মোবাইল: ০১১৯৬২৬৫৯০৫

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী তৃপ্তি রানী চাকী**
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭৩৬৬৮৮৪৪০

তীর্থযাত্রী: **শ্রী জগন্নাথ বনিক**
১০৪ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১২৪৪৩৯৮০

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী অনামিকা বনিক**
১০৪ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাক
মোবাইল: ০১৭৯১১৯৯১১৩

তীর্থযাত্রী: **শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা**
৩ ধামালকোর্ট, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
মোবাইল: ০১৮৪১০৩৪৮৬৫

তীর্থযাত্রী: **শ্রী মুরারি মোহন বিশ্বাস**
১০/০৩ পূর্ব ভাটারা, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল: ০১৫৫২৩৯০৩৯৭

তীর্থযাত্রী: **প্রফেসর বিজয় কৃষ্ণ সাহা**
শৈলকূপা, ঝিনাইদহ
মোবাইল: ০১৭১৭৮০৫৭৪৫

তীর্থযাত্রী: **শ্রী মহানন্দ মজুমদার**
পূর্বআমড়াজুড়ি, কাউখালি, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১১০০২৫৭০

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী মিনি মজুমদার**
পূর্বআমড়াজুড়ি, কাউখালি, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১৬৫৭৫৫৭৩

তীর্থযাত্রী: **মিস্ মৌমিতা মজুমদার**
পূর্বআমড়াজুড়ি, কাউখালি, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭০৩৪৯২৮৬৩

তীর্থযাত্রী: **শ্রী রূপচাঁন বিশ্বাস**
৫৯/১ মেরুল, বাড্ডা, ঢাকা
মোবাইল: ০১৫৫২৩২০১০৩

তীর্থযাত্রী: **শ্রী রবীন্দ্র নাথ বর্মন**
১৮এম. পুরাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাক
মোবাইল: ০১৭১৬৪৮৫৯৯৯

তীর্থযাত্রী: **অ্যাড. রূপচাঁন সরকার**
পূর্ব ভাটারা, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৭৬২৮৭২৭৩

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী বিজয়া দাস**
১৯৫/আই শান্তিগর, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১১৮৬২০৬

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী সরস্বতী রানী দাস**
আরামকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১২৩৪৪৬৬৬

তীর্থযাত্রী: **শ্রী সুধীর দাস**
দক্ষিণ আনন্দনগর, বাড্ডা, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১৪৩০১৫৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী বনানী দাস**
দক্ষিণ আনন্দনগর, বাড্ডা, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১৪৩০১৫৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রী অনুপ বোস**
চিতলমারী, বাগেরহাট
মোবাইল: ০১৭১৩৮৬৪৪৪৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রী স্নিগ্ধরঞ্জন দর্জি**
মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট
মোবাইল: ০১৭২৫০৮২৭৮৮

তীর্থযাত্রী: **শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা**
৮ ওয়াইজঘাট, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭২৯৪৯০৭২৭

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী বেবী রানী সাহা**
৮ ওয়াইজঘাট, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৬৩৪৯৩৯৩৪

তীর্থযাত্রী: **শ্রী শ্যামল চন্দ**
দেওয়ানগঞ্জ বাজার, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭১১১৯৫৪০১

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী ছবি রানী চন্দ**
দেওয়ানগঞ্জ বাজার, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭১৩৫২৫৭৩৭

তীর্থযাত্রী: **শ্রীমতী অর্চনা রানী দাস**
রানীগঞ্জ বাজার, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭২৪৫৮৩৯৪০

তীর্থযাত্রী: **শ্রী স্বপন কুমার দে**
১২ প্রসন্ন পোদ্দার লেন, তাঁতীবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১২০১৪৭৪৭

তীর্থযাত্রী: **শ্রী হিমাংশু কুমার রায়**
বাঁশবাড়িয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা
মোবাইল: ০১৭১৭৮৬২৬১০

তীর্থযাত্রী: **অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার**
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১২৬১৭৪৫৯

তীর্থযাত্রী: **অ্যাড উজ্জল প্রসাদ কানু**
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৮১৮১৭২০১০

তীর্থযাত্রী: **অ্যাড. নিমাই রায়**
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭২৭০১৩৩১২

তীর্থযাত্রী: **অ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক**
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৭২৯২৬৭৪

তীর্থযাত্রী:**শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস**
সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৫৬১৪৭৮৭

তীর্থযাত্রায় যাঁরা গাইডের দায়িত্ব নিলেন

শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৬৩৪২৫৭৯

শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৮১৯৮০১৩২৯

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

শ্রী স্বপ্নীল বাড়ৈ
মোবাইল: ০১৫১৫৬৩৬১৮৭

তীর্থযাত্রীদের জন্য অনুসরণীয়

- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল তীর্থযাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তার ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল, শীতবস্ত্রসহ ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী নিজ দায়িত্বে সঙ্গে রাখতে হবে।
- নিজে বহন করা যায় এমন লাগেজ/ব্যাগ সঙ্গে আনতে হবে।
- প্রত্যেক তীর্থযাত্রী গাইডের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।
- তীর্থ ভ্রমণকালে ধুমপানসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।
- তীর্থযাত্রীদের সকলকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাগ, আই ডি কার্ড, ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- সকল তীর্থযাত্রীকে সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- তীর্থ ভ্রমণকালে কোন সাময়িক অসুবিধা বা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলে তা সংশ্লিষ্ট গাইডকে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে।
- মহিলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থযাত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিক সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে।
- ভ্রমণকালে অন্যের বিরক্তির কারণ হয় এমন কোন আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানসহ কথায় এবং আচরণে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে সকল তীর্থযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ, থাকা, খাওয়া তীর্থস্থান পরিদর্শনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- সকলকে সুশৃংখল ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে এবং অপরের মত ও কাজকে সম্মান করতে হবে। কোন বিতর্কে জড়ানো যাবে না।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন তীর্থযাত্রী অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।
- কোন তীর্থযাত্রী শারীরিক কোন অসুবিধা বা অস্বস্থি অনুভব করলে তা সাথে সাথে গাইড বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এবং তীর্থযাত্রীর নিজ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখতে হবে।
- সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।